মেহেরপুরে মহিলা এমপি শওকত আরা আখতারকে জেলা বিএনপির ফুলেল শুভেচ্ছা

সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আখতারের মেহেরপুরে আগমন উপলক্ষে জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) বিকেল ৩টার দিকে মেহেরপুর সার্কিট হাউসে জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং জেলা জাসাসের সদস্যসচিব বাকাবিল্লাহসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

এ সময় নেতৃবৃন্দ সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আখতারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর মেহেরপুর আগমনকে স্বাগত জানান।

গাংনীতে মাধ্যমিকে কমেছে ২,৬৭০ শিক্ষার্থী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও কমেছে মাধ্যমিক পর্যায়ে। গত বছরের তুলনায় চলতি বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী বেড়েছে ৬৫২ জন। অন্যদিকে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী কমেছে ২ হাজার ৬৭০ জন। শিক্ষার্থীদের আবারও বিদ্যালয়মুখী করতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। অপরদিকে, শিক্ষকদের আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ ও পাঠদান পদ্ধতির উন্নতির পাশাপাশি স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের কারণে প্রাথমিক

পর্যায়ে ওঠার পর অনেকেই সন্তানের পড়ালেখার বিষয়ে তেমন খোঁজখবর রাখেন না। এতে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে পড়ালেখা থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ আশপাশের দোকানে গিয়ে বিড়ি-সিগারেট সেবন করে। একপর্যায়ে তারা মাদকাসক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে।

আশরাফুল আলম নামের এক অভিভাবক বলেন, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে শিক্ষক ও অভিভাবক—উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকদের নজর রাখতে হবে। বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে সে কোথায় যাচ্ছে এবং কী করছে, সেদিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। নজরদারির অভাবে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে শ্রেণিকক্ষ থেকে দূরে সরে যেতে পারে এবং খারাপ সঙ্গের কারণে মাদকাসক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

মো. বাবর আলী বলেন, মাঝেমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করা উচিত। বিদ্যালয়ে বিড়ি-সিগারেট আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। কোনো শিক্ষক এ ধরনের কাজে জড়িত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের ধূমপানের বিষয়টিও নজরদারির আওতায় আনতে হবে। শিক্ষক সচেতন না হলে শিক্ষার্থীরা ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। সন্তান কার সঙ্গে মিশছে, কী করছে এবং কোথায় যাচ্ছে—এসব বিষয়ে অভিভাবকদেরও খোঁজ রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শিক্ষার্থীর প্রতি দায়িত্ব শিক্ষকের, আর সন্তানের সার্বিক খোঁজখবর রাখা অভিভাবকের দায়িত্ব।

আরিফুল ইসলাম নামের এক সচেতন ব্যক্তি বলেন, বিদ্যালয়ের আশপাশের দোকানগুলোতে স্কুল চলাকালে কোনো শিক্ষার্থী বিড়ি-সিগারেট কিনছে কি না, তা নজরদারি করতে হবে। এ সময় কোনো শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান করছে কি না, সেদিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। শিক্ষকদেরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশের দোকানে বসে ধূমপান করা থেকে বিরত থাকা উচিত। অনেক সময় শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের পাশের দোকানে বসে ধূমপান করতে দেখা যায়। দায়িত্ববোধ থেকে তাঁদের এ ধরনের আচরণ পরিহার করা উচিত।

মতিয়ার রহমান নামের এক শিক্ষক বলেন, তিন বছর আগেও তাঁদের বিদ্যালয়ে ৫০০ থেকে ৫৫০ জন শিক্ষার্থী ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। ২০২৬ সালে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থী কমে দাঁড়িয়েছে ৩০০ থেকে ৩৫০ জনে। এভাবে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থী কমছে। তাঁর মতে, মাদকাসক্তি,

বাল্যবিবাহ ও মোবাইল ফোনে অতিরিক্ত আসক্তি শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। খারাপ বন্ধুদের সঙ্গে মিশে অনেক শিক্ষার্থী পড়ালেখা ছেড়ে দিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের আবারও বিদ্যালয়মুখী করতে এসব সমস্যা চিহ্নিত করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ বলেন, বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের আন্তরিকতা, শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং পাঠদান পদ্ধতির উন্নতির কারণে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। এ ছাড়া স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের কারণেও শিক্ষার্থী বেড়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে প্রতিবছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, গত বছরের তুলনায় মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। শিক্ষার্থীদের আবারও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানমুখী করতে কাজ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিভাবক সমাবেশ ও মা সমাবেশ আয়োজনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠান এ নির্দেশনা অমান্য করলে সে বিষয়ে তথ্য পাওয়ার পর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহ ও মোবাইল ফোনে অতিরিক্ত আসক্তি শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। এসব সমস্যা কমানো গেলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আবারও বাড়তে পারে। এ বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কোনো শিক্ষার্থী ভুল পথে এগিয়ে যাক, তা তাঁরা কখনোই চান না।

সংসদে সার, গ্যাস ও তেলের অভাব নেই, বাইরে প্রচণ্ড সংকট

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খান বলেছেন, “আমরা যখন সংসদে কথা বলি, সেখানে সারের অভাব নেই, গ্যাসের অভাব নেই, তেলের

অভাব নেই। অথচ সংসদের বাইরে এসবের প্রচণ্ড সংকট।”

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত লিফলেট বিতরণ ও কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

চাকরিতে নিয়োগব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাজউদ্দীন খান বলেন, কোটা সংস্কারের দাবিতে তরুণেরা ‘কোটা নয়, মেধা’ স্লোগান দিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু এখন আবার নিয়োগে নতুন করে কোটা চালুর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যোগ্যতার পরিবর্তে দলীয় পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া এবং চাকরির জন্য ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেনের অভিযোগও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, “সেই দামাল ছেলেরা কি এসব মেনে নেবে?”

তিনি বলেন, মানুষের কথা বলার অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও কথা বলার কারণে আবারও গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রণীত ডিজিটাল আইন ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েও সমালোচনা করেন তিনি।

তাজউদ্দীন খান বলেন, বিরোধী দলের কেউ নির্বাচিত হলে তাঁরা কী করতে পারবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ আলাদা করে দেওয়া হয়। কারও বাপের ক্ষমতা নেই সেই বরাদ্দ কেটে নেওয়ার।” এ সময় বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের হুমকি-ধমকি দেওয়ার অভিযোগও করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, শুধু একজন ব্যক্তি বা একটি দলের পরিবর্তন হলেই হবে না; কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সৎ, যোগ্য ও নীতিবান নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশের মানুষের অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই।

বারাদী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ও চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মো. আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন। এ ছাড়া মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানাসহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

হাটবোয়ালিয়া ও বামুন্দী বাজারে আরডিআরএসের দুই শাখার উদ্বোধন

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া ও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী বাজারে দুটি নতুন শাখা চালু করেছে বেসরকারি সংস্থা আরডিআরএস।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে হাটবোয়ালিয়া নতুন বাজারের মিলপাড়ায় আরডিআরএসের ৩১৯তম শাখার উদ্বোধন করা হয়। সকাল ১১টার দিকে ফিতা কেটে শাখাটির উদ্বোধন করেন সংস্থাটির খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক রেজাউল করিম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রফিকুল আলম বকুল, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক খোরশেদ আলম ও মাসুদুর রহমান এবং উন্নতি কর্মসূচির এলাকা ব্যবস্থাপক সাইফুল ইসলাম। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উদয়ন কর্মসূচির এলাকা ব্যবস্থাপক ফিরোজ্জামান, সিনিয়র হিসাবরক্ষক আল মামুন, এমআইএস কর্মকর্তা দিদার আলী, স্বপন সরকার, হাটবোয়ালিয়া শাখার ব্যবস্থাপক, বাজার কমিটির সভাপতি শামসুজ্জোহা টুকু, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ঋণগ্রহীতা সদস্যরা।

অন্যদিকে, গতকাল দুপুরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী বাজারে আরডিআরএসের ৩২০তম শাখার উদ্বোধন করা হয়। শাখাটির উদ্বোধন করেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক রেজাউল করিম। এ সময় বামুন্দী বাজারের ব্যবসায়ীরা ও শাখা ব্যবস্থাপক শামীম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রেজাউল করিম বলেন, “আরডিআরএস একটি জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থা। আমাদের প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সুবিধা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে এলাকার সুবিধাবঞ্চিত ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষের

পাশে থাকতে চাই। এ জন্য আপনাদের আন্তরিক সমর্থন কামনা করছি।”

অনুষ্ঠানে পাঁচজন নারীকে এক লাখ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিমাণের ঋণ দেওয়া হয়। ঋণের অর্থ সঠিকভাবে বিনিয়োগ করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠান শেষে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস পালিত

বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা, র্যালি ও স্মার্ট সাদাছড়ি বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক ও টিআই আব্দুল হান্নান। স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পাল।

জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এ সভা সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক তৌফিকুল ইসলাম। ‘বৃষ্টি যেখানে সীমিত, সম্ভাবনা সেখানে সীমাহীন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা এনজিও সমিতির সভাপতি মোশাররফ হোসেন, পরিবার পরিকল্পনা সহকারী হাবিবুর রহমান এবং বাউট বাধাগ্রস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এনামুল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, সাদাছড়ি কেবল একটি লাঠি নয়, এটি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতার প্রতীক। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। তাঁদের কল্যাণে সরকারসহ সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদের প্রতি করুণা নয়, বরং সহানুভূতিশীল ও

সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য শুধু দিবসটির অপেক্ষায় থাকলে চলবে না; সারা বছরই তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

আলোচনা সভা শেষে ছয়জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে স্মার্ট সাদাছড়ি বিতরণ করা হয়।

এর আগে দিবসটি উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের নেতৃত্বে র্যালিটি বাদ্যযন্ত্রের তালে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

র্যালিতে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পাল এবং জেলা এনজিও সমিতির সভাপতি মোশাররফ হোসেনসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

সীমান্তের শূন্যরেখায় মায়ের শেষ মুখ দেখলেন মেয়ে

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তে শূন্যরেখায় মায়ের মরদেহ শেষবারের মতো দেখার সুযোগ পেলেন বাংলাদেশে থাকা মেয়ে ও জামাই।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১০৯ নম্বর প্রধান পিলারের কাছে বিজিবি ও বিএসএফের সমন্বয়ে তাঁদের এ সুযোগ করে দেওয়া হয়।

জানা গেছে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাপড়া থানার মালিয়াপোতা পোস্টের গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা মোছা. জায়রা
(৭০) বার্ধক্যজনিত ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে নিজ বাড়িতে মারা যান।

মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা তাঁর মেয়ে হাফিজা খাতুন ও জামাই ফিকির আলী শেষবারের মতো মরদেহ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিষয়টি বিজিবিকে

জানানো হলে সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সমন্বয়ে মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

পরে মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা বিওপির বিজিবি টহল কমান্ডার হাবিলদার শরিফুল ইসলামসহ পাঁচজন বিজিবি সদস্য এবং বিএসএফের ইন্সপেক্টর এস কে রায়সহ পাঁচজন বিএসএফ সদস্যের উপস্থিতিতে ১০৯ নম্বর প্রধান পিলারের কাছে শূন্যরেখায় মরদেহটি দেখানো হয়।

মরদেহ দেখার পর আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মায়ের মুখ শেষবারের মতো দেখতে পেরে বিজিবি ও বিএসএফ সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন হাফিজা খাতুন ও তাঁর স্বামী ফিকির আলী। এ সময় উপস্থিত সীমান্তরক্ষী সদস্যরাও তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানান।মরদেহ দেখানো শেষে ভারতের নিজ গ্রামে ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী জায়রার দাফন সম্পন্ন হয়।

মেহেরপুরে একই ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ নিয়ে দুই ধরনের রিপোর্ট, তদন্তের দাবি

মেহেরপুরের সোহাগ ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এক নারীর রক্তের গ্রুপ পরীক্ষার রিপোর্টে গরমিলের অভিযোগ উঠেছে। ওই নারীর রক্তের গ্রুপ সেখানে বি পজিটিভ (B+) উল্লেখ করা হলেও পরে অন্য দুটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষায় ও পজিটিভ (O+) রিপোর্ট পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছেন তাঁর ছেলে মো. হুজাইফা ডিক্লিয়ার।

এ ঘটনায় জনস্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন তিনি।

ওই নারী মোছা. মনোয়ারা রহমান। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান বাদশার স্ত্রী। তাঁর বয়স আনুমানিক ৭৫ থেকে ৭৭ বছর।

হুজাইফা ডিক্লিয়ারের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, মেহেরপুর শহরের জেনারেল হাসপাতাল সড়কে অবস্থিত সোহাগ ডায়াগনস্টিক সেন্টারে তাঁর মায়ের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করানো হয়।

সেখানে রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ উল্লেখ করা হয়। পরে অন্য দুটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করালে রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ পাওয়া যায়। একই ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ পরীক্ষায় ভিন্ন ফলাফল আসার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুরের এমওসিএস চিকিৎসক ইনজামাম উল হক বলেন, “রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ে ভুল হওয়া খুবই মারাত্মক বিষয়। রক্ত সঞ্চালনের আগে ক্রসম্যাচিংয়ের মাধ্যমে অনেক অসংগতি ধরা পড়তে পারে। কিন্তু এ পর্যায়েও যদি ভুল হয়, তাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিষয়টি সিভিল সার্জনকে জানিয়েছি। তিনি সরকারি কাজে ঢাকায় আছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

অন্যদিকে, সোহাগ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পরিচালক মো. সোহাগ রক্ত পরীক্ষায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি নাকচ করেননি। তিনি বলেন, “রক্ত পরীক্ষায় ভুল হয়নি, সেটা আমরা অস্বীকার করছি না। তবে হাসপাতাল থেকে যে রক্ত পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছিল, সেটি ওই রোগীরই কি না, তা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।

রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকেও এখনো আমাদের কাছে কিছু জানানো হয়নি। ওই দিন ২৬ জন রোগী পরীক্ষা করাতে এসেছিলেন। টেকনোলজিস্টের কারণে কোনো ভুল হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে।”

মেহেরপুরের বেড়পাড়া জামে মসজিদের দানবাক্স চুরি

মেহেরপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বেড়পাড়া জামে মসজিদের দানবাক্স চুরির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে মসজিদ পরিষ্কার করতে এসে দানবাক্সটি দেখতে পাননি মোয়াজ্জিন।

মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানায়, ফজরের নামাজ শেষে মসজিদে তালা দিয়ে সবাই চলে যান। পরে সকালে মোয়াজ্জিন মসজিদ পরিষ্কার করতে এসে দেখেন, দানবাক্সটি নেই। ধারণা করা হচ্ছে, ফজরের নামাজের পর থেকে সকাল সাড়ে ৭টার মধ্যে কোনো একসময় দানবাক্সটি চুরি হয়েছে।

গাংনীতে তিন মাসে কৃষকের ৬ সোলার প্লেট চুরি

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষক মো. কামাল উদ্দিনের সোলার প্যানেলের তিনটি প্লেট চুরির ঘটনা ঘটেছে। এর আগে তিন মাস আগেও তাঁর সোলার প্যানেলের আরও তিনটি প্লেট চুরি হয়।

সব মিলিয়ে তিন মাসে ছয়টি প্লেট চুরি হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন তিনি। অন্যদিকে, সেচ দিতে না পারায় ফসলের ক্ষতি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন স্থানীয় কৃষকেরা।

গত মঙ্গলবার রাতের কোনো একসময় উপজেলার ভবানীপুর মাঠে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় কৃষকেরা জানান, বর্তমানে ধানের ভরা মৌসুম চলছে। ধানের শিষ বের হয়েছে, এ সময় জমিতে নিয়মিত সেচ দেওয়া জরুরি। কিন্তু সোলার প্যানেলের প্লেট চুরি হওয়ায় সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এতে শুধু সোলার প্যানেলের মালিকই নন, সেচের ওপর নির্ভরশীল অন্য কৃষকেরাও ক্ষতির আশঙ্কায় রয়েছেন। চুরির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

সোলার প্যানেলের মালিক কৃষক মো. কামাল উদ্দিন বলেন, “সকালে মাঠে এসে দেখি, আমার সোলার প্যানেলের তিনটি প্লেট চুরি হয়ে গেছে। তিন মাস আগেও এখান থেকে তিনটি প্লেট চুরি হয়েছিল। বারবার এভাবে প্লেট চুরি হলে আমি আবাদ করব কীভাবে, আর কৃষকদের জমিতে

সেচই বা দেব কীভাবে? এখন মাঠে ধানসহ বিভিন্ন ফসল রয়েছে। সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ফলন কমে যাবে।”

তিনি আরও বলেন, “একেকটি সোলার প্যানেলের প্লেটের দাম ২০ হাজার টাকা। তিন মাসের মধ্যে আমার ছয়টি প্লেট চুরি হয়েছে। এতে এক লাখ ২০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। অন্যান্য খরচ তো আছেই। অনেক কষ্টে ধারদেনা করে সোলার প্যানেল বসিয়েছি। কৃষি অফিস থেকে সহযোগিতা পেলে উপকার হতো। পাশাপাশি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, চুরির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।”

ধানচাষি মো. পাতুয়ালী বলেন, “আজ সকালে আমার ধানের জমিতে সেচ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এসে দেখি, সোলার প্যানেলের প্লেট চুরি হয়ে গেছে। এখন সেচ দেওয়া বন্ধ রয়েছে। দ্রুত প্লেটের ব্যবস্থা না হলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ধানসহ অন্যান্য ফসলের ফলন কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, তাঁরা বিষয়টি জেনেছেন এবং খোঁজখবর নিচ্ছেন। চুরির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, এ বিষয়ে লিখিত আবেদন পেলে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। তাঁরা সব সময় কৃষকদের পাশে আছেন এবং সহযোগিতা করার চেষ্টা করেন।

গাংনীতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] (AA) [redacted] [redacted] ([redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted])[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]